بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১১ জানুয়ারি ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো বাংলাদেশের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা

বহুবিধ প্রশাসনিক ও ধর্মীয় বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করলেন হুযূর আকদাস

৯ জানুয়ারি ২০২১ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করলো আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ) এবং তাদের সহকারীগণ।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ন্যাশনাল আমেলার সদস্যগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের জাতীয় সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদ কম্প্লেক্স থেকে যোগদান করেন।

৬৫-মিনিটের এ সভায় উপস্থিত সকলেই হুযূর আকদাসের সাথে কথোপকথনের এবং ন্যাশনাল আমেলার সদস্যগণ নিজ নিজ বিভাগীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রিপোর্ট উপস্থাপন ও বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা লাভের সুযোগ পান।

ন্যাশনাল সেক্রেটারি তালিম (শিক্ষা) হুযুর আকদাসকে জানান যে, বাংলাদেশের অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত দ্বারা দুটি স্কুল (বিদ্যালয়) পরিচালিত হচ্ছে, যা ঐসব এলাকায় বসবাসকারী শিশুদের শিক্ষা প্রদানে খুবই কল্যাণকর সাব্যস্ত হচ্ছে।

হুযুর আকদাস, ধর্ম-বিশ্বাস বা ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের শিক্ষা প্রদানের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

হুযুর আকদাস আরও পরামর্শ দেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের উচিত প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং তাদের কাছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়া।

ন্যাশনাল সেক্রেটারি উমূরে খারেজা (বহিঃসম্পর্ক) উল্লেখ করেন যে, রাজনীতিবিদ এবং সুশীল সমাজের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার প্রচেষ্টা চলমান আছে।

হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন যে, দেশব্যাপী রাজনীতিবিদ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করা উচিত এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্বাস ও শিক্ষা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"শুধুমাত্র ঢাকায় বসবাসকারী সংসদ সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করার পরিবর্তে, প্রত্যন্ত এবং ছোট ছোট এলাকায় বসবাসকারী সংসদ সদস্যদের সাথেও যোগাযোগের উন্নয়ন ঘটানো উচিত। তারা আপনাদের কথা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এবং শুনবেন। প্রত্যেক সংসদ সদস্যকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।"

পুরো সভা জুড়ে, বেশ কয়েকবার হুযূর আকদাস আহমদীদের দক্ষতা অর্জন ও কর্মসংস্থানে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

ন্যাশনাল সেক্রেটারি উমুরে আমা (আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক)-কে সম্বোধন করার সময় হুযুর আকদাস জোর দিয়ে বলেন যে, উমুরে আমা বিভাগের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো যেসকল আহমদী কর্মসংস্থান নিয়ে সমস্যায় রয়েছেন তাদেরকে সাহায্য করা।

একই বিষয়ে আরেকজন আমেলা সদস্যকে উদ্দেশ করে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ বলেন:

“প্রত্যন্ত ও গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী আহমদীদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করুন যাতে তারা চাকরি পায় এবং উন্নততর সুযোগ-সুবিধা পায়। এটা আহমদীদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একটি ভালো অবদান হবে।”

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা প্রসারের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেক্রেটারিকে হুযুর আকদাস সারা দেশে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে, দুই সপ্তাহের জন্য সময় ও সেবা উৎসর্গকারী (ওয়াক্‌ফে আরযীতে অংশগ্রহণকারী) লোকদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস এই বছর এই প্রকল্পে এক হাজার স্বেচ্ছাসেবকের অংশগ্রহণের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করেন এবং বলেন যে, আমেলা সদস্যদের বিশেষভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেয়া উচিত এবং এর জন্য তাদের সময় উৎসর্গ করা উচিত।

আহমদীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ যেন সর্বোত্তম উপায়ে পূরণ করা হয় এবং ইসলামের শিক্ষা প্রচারের প্রচেষ্টা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বিস্তৃত বিষয়ে হুযূর আকদাস দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস এছাড়াও বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত বাংলাদেশের মালিকানাধীন অব্যবহৃত জমি কৃষি ও বৃক্ষরোপণের জন্য ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করেন।